অ্যালবেয়ার কামু ও তাঁর উপন্যাস THE OUTSIDER -এর নায়ক

সৌরীন গুহ

কামুর উপন্যাস 'The Outsider' যখন প্যারিসে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধিজীবি মহলে আলোড়ন তুলেছিল এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং নিপুণ সাংকেতিক ঘটনা-বিন্যাসের জন্য। সমাজের প্রতি এর বিদ্রোহ-বার্তাও পাঠককে আকৃষ্ট করে। মূলত এই উপন্যাসটির জন্যই তিনি নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন ১৯৬৭ সালে। উপন্যাসটি আকারে ছোট, পেঙ্গুইন ক্লাসিকে মোট ১১৭ পাতার।

উপন্যাসটির নায়ক মিয়ারসল্ট (Meursault) উপন্যাস সাহিত্যের একেবারে সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র। সে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে না, একজনকে খুন করে (এটাও দৈবক্রমে ঘটে যায়, পূর্বপরিকল্পিত নয়) অনুতপ্ত হয় না, প্রেমিকার সঙ্গে Casually মিলিত হয়, এমন কী তার মৃত্যুদন্ডেও ('for the sake of the French People') সে বিচলিত নয়। Chaplin -কে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। সে একটা ভয়ঙ্করভাবে নির্লিপ্ত চরিত্র, যাবে বলে existentialist চরিত্র। এমন কি বিচারককে তার কিছু বলার আছে কি না এই প্রশ্নে সে উত্তর দেয় একটা flat "No."। সে একজন..., সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের সম্বন্ধে উদাসীন। কোথাও এতটুকু আবেগ সে প্রকাশ করে না, কেবলমাত্র দৈহিক সুখানুভূতির ছাড়া। তার জীবনে সবকিছু ঘটে যায়, যাতে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। সবকিছু সে সহজভাবে নেয়, অপার নির্লিপ্ততায়। সে একজন alienated character তার ফ্লাটে রোঁয়াওঠা কুকুরের (যাকে তার প্রভু 'Filthy lousy animal বলে) মালিক যেমন আসে, তেমনি নারী আসক্ত বাসিন্দাও আসে, যদিও এদের সঙ্গে তার তেমন আত্মগত কোন যোগ নেই, শুধু তারা তার পাশের ফ্লাটের বাসিন্দা হওয়া ছাড়া। সমুদ্র, আকাশ, সূর্য, জ্যোৎস্না তার মনকে তেমন আবেগসিক্ত করে না। কেবল শীত ও গ্রীষ্ম সে অনুভব করে, কারণ এগুলো তার শরীরকে জৈবিকভাবে প্রভাবিত করে, সে রাজনীতি বিমুখ, কোন রকম সক্রিয় রাজনীতি সে করে না–জনবিচ্ছিন্ন। ভয়ঙ্করভাবে স্বাতন্ত্র্যবাদী সে। Individualist Collectivism, তাকে বিরক্ত করে। একজন আমেরিকান লেখক বলেছেন: ''No decent career is ever founded on a public''।

তাকে যখন মৃত্যুদন্ডাদেশ দেওয়া হয় মিয়ারসল্ট (Meursault) ভাবছে, ''Weel, then I'II die, sooner than other people, obviously. But everybody knows that life isn't worth loving...Given that you've got to die, it does matter exactly how or when''.

এখানে একটা ভয়ঙ্কর রকমের নৈরাশ্যবাদ তার চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সার্ত বলেছেন, ''Life is absurd, since it must end''। কামু এই একই দর্শনের প্রবক্তা।

মিয়ারসল্ট আরও বলেছেন, ''What did it he was accused of murder and then executed for not crying at his mother's funeral? Salamon's dog was worth just as much as his wife. The little automatic woman was just as guilty as the parisian woman masson had married or as Marie who wanted me to marry her... What did it matter that Marie now had a new Meursault to Kiss?''

কতখানি নৈরাশ্যতাড়িত হলে মানুষ এসব কথা বলতে পারে বা ভাবতে পারে? সে একটা নিশ্ছিদ্র অবলম্বনহীনতায় ভুগছে। তাকে যখন বলা হয় এ বিষয়ে তার কোন অনুশোচনা হচ্ছে কি না, সে বলে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটা বিরক্তি ('annoyance') বোধ করছে।

তুর্গেনেভ ডস্টয়েভস্ককে বলেছিলেন, 'দ্য সাদ্ অফে রাশিয়া'। এর চেয়ে বড় অপবাদ হতে পারে না। ডস্টয়েভস্কির মতো সংবেদনশীল ঔপ্যনাসিক বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। 'Dostoevaky as a Person' প্রবন্ধে বরিস বুর্সভ কান্টীয় ভাষায় লিখেছেন, ''Genius is a human being and nothing human is foreign to it.'' (Soviet Literature No. 10, 1971)

মারক্যুইস দ্য সাদ্ একজন কুখ্যাত অপরাধী, ক্রিমিনাল। নিজের ক্যাসেলে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। একবার যাবজ্জীবন কারাবাস থেকে বেঁচে যায় পয়সা আছে বলে। এরকম একজন ঘৃণ্য অপরাধীর কী দশর্ণ থাকতে পারে, থাকলে তা কতটা মানবোচিত এই প্রশ্ন এসে যায়। কামু কিন্তু সাদের দর্শনের উপর তাঁর 'দ্য রেবেল' বইতে বেশ কয়েকপাতা নিয়োজিত করেছেন, নিন্দা না করে যদিও তার একটা বইয়েরও উল্লেখ করেননি যার কয়েকটি পড়ার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে, যাতে বিকৃত রুচি ছাড়া কিছু নেই বললেই চলে। এবং যার বিরুদ্ধে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকায় আমি একটা বড় প্রবন্ধও লিখেছিলাম। এ সবই বুর্জোয়া দর্শনের ফলশ্রুতি যেখানে সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে বিভাজন রেখা প্রায় উঠে গেছে।

কামু তাঁর উপন্যাসটির শেষে Afterword হিসাবে মিয়ারসল্ট চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেছেন– খুবই সারগর্ভ লেখা।

'In our society any man who doesn't cry at mother's funeral is liable to be condemned to death. I simply menat that the hero of the book is condemned because he doesn't play the game. In this sence, he is a outsider to the society, in which he lives, wandering on the fringe, on the outskirts of life, solitary and sensual. And for the reason, some readers have been tempted to regard him as a reject. But to get a more accurate picture of his character, or rather one slice comforms more closely to his author's intentions, you must ask yourself in what way Meursault doesn't play the game. The answer is simple` he refuses to lie. Lying is not only saying what isn't true. It is also, in fact especially, saying more than what is true, and in the case of the human heart, saying more than what one feels..."

এই সত্য এখনও নেতিবাচক কিন্তু এ ছাড়া জীবনে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আনা অসম্ভব –কামু বলেছেন।

কামুর কাছে জীবনটা একটা বিরাট প্রহসন–বিশ্বজোড়া ফাঁদ পাতা। সোভিয়েত তাত্ত্বিক যুরি বারাবাস (''Aesthetics and Poetics'') বলেছেন আসলে কামু জীবনটাকে একটা 'galley' হিসাবে দেখতেন, ক্রীতদাসদের দাঁড় টানা একটা নৌকা। 'Whether the artist wants it or not, in Camus' Opinion, he is chained to the galley or out time... the only thing the artist can do is row. In other words, he Must live and create." দাঁড় টানাই তার নিয়তি, ভঙ্গুর এই সমাজে।

প্রাসঙ্গিত গ্রন্থঃ–

.Albert Camus, The Outsider, tr. Penguin Modern Classics, 1983.

Yuri Barabash, Aesthetics and Poetics, tr. Progres Publshers, Moscow, 1977

যজ্ঞেশ্বর রায়, লেখকের লেখক ডষ্টয়েভস্কি, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ,

কলকাতা বই মেলা ২০১১